দৈনিক বাংলা

তাং ... 13 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

১৪৬

42

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত ছ'মাস ধরে বন্ধ আছে। বন্ধ থাকার চেয়েও বড় কথা, আদৌ তা খুলবে কিনা কিংবা খোলা সঙ্গত হবে কিনা এ ব্যাপারটাও নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। বিশৃংখলা, অনাচার, অনিয়ম আর সন্ত্রাস মিলে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে গত ডিসেম্বর মাসে তার নগ্ন প্রকাশ দেখে গোটা জাতিকে হত-বিহ্বল হতে হয়। এই অবস্থার কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। বিলম্বে হলেও সেই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তবু, দুঃখজনক হলেও সত্য, উদ্ভূত সমস্যার সুরাহার কোন আলামত এখনও দেখা যাচ্ছে না।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। এক, বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, এবং দুই, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে ১৯৭৩ সনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। নেহাৎ সাদামাঠাভাবে বিচার করলেও এই দুইটি মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান দীর্ঘ দিনের অচলাবস্থাই প্রমাণ করে যে, যেসব বিধি-বিধান দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়ে আসছে তার কোথাও না কোথাও গলদ আছে। অন্যদিকে যে ভাইস চ্যান্সেলর বিতর্ক এবং গোলযোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছেন, সংকটের জট ছাড়ানো আর যারই হোক তাঁর দ্বারা সম্ভব হওয়ার নয়।

এ প্রসঙ্গে অতীত না ঘেঁটেও এবং দেশ ও জাতির বর্তমান অবস্থানের আলোকে বিচার করলেও একজন বিচারপতি দ্বারা পরিচালিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত কমিশনের এই রিপোর্টকে মর্যাদা দিতে হবে। গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে অগ্রসরমান জাতিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই চলতে হবে। দেশবাসীরও এটাই কাম্য। আর কোন সংকটের স্বরূপ নির্ণয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত যে সর্বসম্মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, একথা উল্লেখেরও অপেক্ষা রাখে না। আমরা মনে করি, তদন্ত রিপোর্টের আলোকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত বাস্তবতাসম্মত পথ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি মূল্যবোধ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নকেও বড় করে তুলেছে। তা হচ্ছে কর্তৃত্বের সঙ্গে দায়িত্ববোধের সম্পর্ক। গণতন্ত্রে এবং সভ্য সমাজে প্রচলিত রীতি হচ্ছে, যে কোন কর্তৃত্বের শীর্ষ ব্যক্তিত্বের দায়িত্বশীলতা ও বাস্তবতাবোধ বড় রকমের ব্যর্থতার মুখে দায়িত্ব মেনে নিয়ে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থকে বড় করে না দেখে বৃহত্তর স্বার্থে সরে দাঁড়ানো। এ রীতি কার্যকর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে সৌজন্য ও সহনশীলতার সীমা অটুট রাখে। এতে সব রকমের অপ্রীতি এড়িয়ে লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে? আর ভাইস চ্যান্সেলর-এর মত মর্যাদার আসনও যদি দায়িত্ব স্বীকারে ব্যর্থ হয়, তদন্তে সমালোচনায় দায় নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে শিক্ষা-সংস্কৃতি আর মূল্যবোধের কোন তাৎপর্য থাকে কি? চালকের ভুলে বিপর্যয়কর রেল দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ গণতন্ত্রে কোন উদ্ভট কিংবা দুর্বোধ্য রীতি নয়, বরং এটাই প্রত্যাশিত আচরণ। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট ভাইস চ্যান্সেলরের করণীয়ের পর্যাপ্ত ইঙ্গিত আছে। এসব ইঙ্গিত অনুসৃত হলে জাতি অবাঞ্ছিত অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে, সম্ভব হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী সংকটের নিরসন।

এসব উচ্চ আদর্শ সর্বত্রই অনুসৃত হবে, বিশেষ করে আমাদের মত অবস্থায়, এমন নিশ্চয়তা নেই। নেই বলেই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার এক সপ্তাহ পরও আমাদের এ নিবন্ধ লিখতে হচ্ছে। এই অবস্থায় করণীয় কি? এর উত্তর এক কথায় দেয়া মুশকিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে যদি এর পন্থা নির্দেশিত না থাকে, তাহলে অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রস্তাবই জোর পায়। আর তা যদি সময় সাপেক্ষ গণ্য হয় সংবিধানসহ দেশের আইনে এর সমাধান খুঁজতে হবে। একটি সংস্কার